মৌর্য সাম্রাজ্য—উত্থান ও পতন

সূচনা

খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ায় মগধের শাসক হিসাবে মৌর্যদের অভ্যুত্থান প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবময় ও সমৃদ্ধ পর্বের সূচনা করে। লেখমালা ও সাহিত্যগত উপাদানের প্রাচুর্য মৌর্য শাসন সম্পর্কে এক সুবিন্যস্ত ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে। মৌর্য শাসনেই একমাত্র দক্ষিণ ভারতের কিছু অঞ্চল বাদ দিয়ে সমগ্র ভারত এক কেন্দ্রীভূত শাসনের অধীনে আসে। উত্তর-পশ্চিম দিকে ভারতের স্বাভাবিক ভৌগোলিক সীমানার বাইরেও এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বংশের এমন কিছু নৃপতি সিংহাসন অলঙ্কৃত করেছেন, মহত্ত্ব ও বিশাল কর্মযজ্ঞের কারণে সারা বিশ্বে আজও যাঁরা সমাদৃত। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে শান্তি ও অহিংসার ললিত বাণী শোনাবার উদ্দেশ্যে গৌতম বুদ্ধের অমৃতকথা এযুগেই ভারতের বাইরে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। প্রজাকল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের এত আন্তরিক উদ্যোগ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। মৌর্য শাসন যেন ছিল আধুনিক ওয়েলফেয়ার স্টেটের প্রাচীন ভারতীয় সংস্করণ।

১. ঐতিহাসিক উপাদান

(ক) সাহিত্যগত ঃ মৌর্যশাসন সম্পর্কিত ঐতিহাসিক উপাদান প্রধানত সাহিত্যগত ও প্রত্নতাত্ত্বিক। প্রথমটির অন্তর্ভুক্ত দেশীয় ও বিদেশী বৃত্তান্ত এবং দ্বিতীয়টির মধ্যে পড়ে অশোক ও অন্যান্যদের লেখমালা ও মুদ্রা। দেশীয় সাহিত্যগত উপাদানের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। মৌর্য রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা, সমকালীন অর্থনীতি, দর্শন ও সমাজব্যবস্থা এখানে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল ও লেখকের পরিচিতি নিয়ে বিতর্ক আছে। গ্রন্থটির ভাষাশৈলীর বিচারে অনেকে মনে করেন এটি দীর্ঘসময় ধরে রচিত ও সমাপ্ত হয়েছে খ্রীঃ তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতাব্দীতে। সেই কারণে এটি এক ব্যক্তির রচনা হতে পারে না। তাছাড়া কৌটিল্য, চাণক্য ও বিষ্ণুগুপ্ত একই ব্যক্তি ছিলেন কিনা, এ নিয়েও বিভ্রান্তি আছে। তা সত্ত্বেও মৌর্য শাসনকাল সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রই সবচেয়ে বিশ্বস্ত উপাদান। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য এযুগের অপর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রথমটির মধ্যে পড়ে দীপবংশ, মহাবংশ, মহাবোধিবংশ ও অশোকাবদান। দ্বিতীয়টির মধ্যে অন্যতম পরিশিষ্ট পর্বণ। হিন্দু সূত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষ্ণুপুরাণ ও গার্গীসংহিতা। এছাড়া বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য থেকেও মৌর্যযুগের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। মিলিন্দোপঞ্হো থেকেও আদি মৌর্যযুগ সম্পর্কে জানা যায়। বিদেশী বৃত্তান্তের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য আলেকজান্ডারের সঙ্গী হিসাবে আগত পর্যটকদের বিবরণ, যা থেকে চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে জানা যায়। এ ছাড়া আরিয়ান, স্ট্রাবো, জাস্টিন, প্লুটার্ক প্রমুখ গ্রীক লেখকের বর্ণনা থেকেও চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যায়। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল

দেশীয় অর্থশাস্ত্র

বৌদ্ধ ও জৈন

বিদেশী

Scanned with CamScanner

মেগাস্থিনিস

চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় আগত গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের ভ্রমণবৃত্তান্ত 'ইন্ডিকা'। এই গ্রন্থের মূল অংশটি এখন পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্যান্য গ্রীক লেখকরা এর থেকে যে ব্যাপক উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তা থেকে মূল গ্রন্থটি সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়।

লেখমালা

(খ) প্রত্নতাত্ত্বিক ঃ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অশোকের লেখমালা। ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত শিলালেখ থেকে মৌর্য সাম্রাজ্যের আয়তন, প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায়। লেখগুলি প্রাকৃত ভাষায় রচিত। সাম্রাজ্যের অধিকাংশ স্থানে এর লিপি ব্রাহ্মী হলেও, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লিপি ছিল খরোষ্ঠী ও আরামিক। আফগানিস্তানে এগুলি লিখিত হয়েছিল গ্রীক ও আরামিক ভাষা ও লিপিতে। এছাড়া গিরনার, হাতিগুম্ফা ও জুনাগড় লেখ থেকেও মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। পাটলিপুত্র বা বর্তমান পাটনা ও সংলগ্ন অঞ্চলে উৎখননের ফলে সেযুগের স্থাপত্যের নির্দশন পাওয়া গেছে।

২. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খ্রীঃ পূঃ ৩২৪-৩০০ অব্দ)

(ক) বংশ পরিচয় ঃ মৌর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। চন্দ্রগুপ্তের বংশ পরিচয় নিয়ে বিতর্ক আছে। ব্রাহ্মণ্যসূত্রে বলা হয়েছে তিনি মুরা নামে এক শূদ্রা রমণীর সন্তান। জৈনসূত্র পরিশিষ্টপুরাণে তাঁকে ময়ূরপোষক গ্রামের গ্রামপ্রধানের কন্যার সন্তান বলা হয়েছে। মহাপরিনির্বাণসুত্ত ও দিব্যাবদানের মতে বৌদ্ধসূত্র অনুযায়ী নেপালের তরাই অঞ্চলে অবস্থিত পিপ্পলিবনে বসবাসকারী ক্ষত্রিয় 'মোরিয়া' বংশে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম। এর থেকেই 'মৌর্য' শব্দটির উৎপত্তি। মধ্যযুগের বিভিন্ন সূত্রেও শেষোক্ত মতটি সমর্থিত হয়েছে। অতএব চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ক্ষত্রিয় বংশপরিচিতির ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায়।

(খ) সিংহাসনে আরোহণের কাল ঃ চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণের কাল নির্ণয় নিয়ে মতপার্থক্য আছে। গ্রীক সূত্রে জানা যায় খ্রীঃ পূঃ ৩২৬ অথবা ৩২৫ অব্দে তাঁর সঙ্গে আলেকজান্ডারের সাক্ষাৎ হয় এবং তখনও তিনি রাজপদে আসীন হননি। জৈন সূত্রে বলা হয়েছে মহাবীরের সিদ্ধিলাভের দেড়শো বছর পর চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু সিদ্ধিলাভের সঠিক সময় জানা যায় না, অতএব সিংহাসনারোহণের কালনির্ণয়ও অনিশ্চিত থেকে যায়। বৌদ্ধসূত্র অনুযায়ী খ্রীঃ পূঃ ৪৮৬ অব্দে গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশো বাষট্টি বছর পর চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। অতএব এই হিসাব থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে খ্রীঃ পূঃ ৩২৪ অব্দই সঠিক কাল। এই হিসাব গ্রীক সূত্রেও সমর্থিত হয়েছে।

(গ) প্রথম জীবন ঃ চন্দ্রগুপ্তের বাল্য ও কৈশোর জীবন সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। তাঁর আদি নিবাস পিপ্পলিবন মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অনুমান করা যায়, নন্দবংশীয় রাজাদের শাসনকালেই তাঁর প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়। এই পর্বেই তিনি তক্ষশিলার তীক্ষ্ণধী ব্রাহ্মণ বিষ্ণুগুপ্ত বা চাণক্যের সংস্পর্শে আসেন। চাণক্য তাঁর মধ্যে রাজগুণ লক্ষ্য করেন। গ্রীক সূত্রে জানা যায়, যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি আলেকজান্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সম্ভবত অত্যাচারী নন্দরাজাদের আক্রমণ করার অনুরোধ নিয়ে। কিন্তু তিনি সফল হননি। তাঁর আচরণে গ্রীকরাজ রুষ্ট হলে তিনি পালিয়ে হিমালয় অঞ্চলে চলে যান। শক, যবন, কিরাত, কম্বোজ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে তিনি এক সুশিক্ষিত সেনাদল গঠন করেন। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে চন্দ্রগুপ্ত দুর্বৃত্তদেরও সেনাদলে গ্রহণ করেন। চাণক্যের পরামর্শে এই সেনাবাহিনীর সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশকে উচ্ছেদ

Scanned with CamScanner

করেন। মিলিন্দোপঞ্হো, পুরাণ ও মুদ্রারাক্ষসে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের কথা বলা হয়েছে। তবে নন্দবংশের উচ্ছেদ ও উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে গ্রীক সেনা বিতাড়ন, কোন ঘটনাটি আগে ঘটেছে এ নিয়ে মতভেদ আছে।

(ঘ) রাজ্যবিস্তার ঃ জাস্টিন লিখেছেন যে ছয়লক্ষ সেনার এক বাহিনী নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত সমগ্র ভারত জয় করেন। এই দাবির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও একথা সত্য যে তিনি গ্রীকদের হাত থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতকে মুক্ত করেন। ইতিমধ্যে আলেকজান্ডার ভারতভূমি ত্যাগ করেন ও খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে তাঁর জীবনাবসান হয়। ম্যাসিডোনিয় সাম্রাজ্যের এশিয়াস্থিত ভূভাগ সীরিয়ার রাজা ও আলেকজান্ডারের পূর্বতন সেনাপতি সেলুকাসের শাসনাধীনে আসে। খ্রীঃ পূঃ ৩০৫ অব্দে সেলুকাস ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে যুদ্ধ হয় সম্ভবত সিন্ধু অঞ্চলে। গ্রীকসূত্রে যুদ্ধের কথা বলা হলেও কোনো ভারতীয় সূত্রে তা সমর্থিত হয়নি। তবে সকলে একমত যে উভয়ের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেলুকাস মৌর্যরাজকে আরিয়া (হিরাট), আরাকোসিয়া (কান্দাহার), গেদ্রোসিয়া (মাকরান) ও পারোপানিসদাই (কাবুল) প্রদান করেন। উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সম্প্রীতির প্রতীক হিসাবে গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্রের রাজদরবারে আসেন। জুনাগড় স্তম্ভলেখ থেকে জানা যায় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ভারতে সৌরাষ্ট্র জয় করেন। সম্ভবত অবন্তীও তাঁর অধিকারে আসে। বোম্বাই-এর সোপারায় প্রাপ্ত অশোকের লেখ থেকে জানা যায় ওই অঞ্চলও মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তামিল লেখক মামুলনারের রচনা থেকে ধারণা করা যায়, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যসীমা দক্ষিণে তিনেভেলি জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতএব দক্ষিণে কেরালা ও তামিলনাড়ু এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বাদ দিলে সুদূর হিন্দুকুশ থেকে শুরু করে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশকে নিয়ে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ও একটি সুসংগঠিত শাসনব্যবস্থার দ্বারা তিনি এই বিশাল সাম্রাজ্যে শান্তি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

গ্রীকযুদ্ধ

পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত

(ঙ) জীবনাবসান ঃ জৈনসূত্র অনুসারে জীবনসায়াহ্নে চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন। সংসার ত্যাগ করে জৈন সন্ন্যাসী ভদ্রবাহর সাহচর্যে তিনি মহীশূরের কাছে শ্রবণবেলগোলায় গমন করেন। খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দে জৈনরীতি অনুসারে সেখানেই অনশনে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

(চ) মূল্যায়ন ঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আখ্যা দিয়েছেন। বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করলে এই মন্তব্যকে যথার্থ বলে মনে হয়। চন্দ্রগুপ্তই প্রথম ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য সম্পন্ন করেন যা তাঁর উত্তরাধিকারীদের শাসনকালেও দীর্ঘদিন অটুট ছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব নন্দবংশীয় রাজাদের চেয়েও বেশি। গ্রীক অধিকার থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলকে মুক্ত করার কৃতিত্ব চন্দ্রগুপ্তেরই প্রাপ্য। নন্দরাজদের বিরুদ্ধে তাঁর অভ্যুত্থানের পেছনে অবশ্যই জনসমর্থন ছিল। শুধু সাম্রাজ্য সংগঠক নয়, সুশাসক হিসাবেও তিনি কৃতিত্বের অধিকারী। কেন্দ্রীকরণ ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি, এদুটি ছিল তাঁর শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটি প্রভাবশালী মন্ত্রিসভা শাসন পরিচালনায় তাঁকে পরামর্শ দিত। বিভিন্ন উপজাতীয় মানুষের সমন্বয়ে সেনাবাহিনী গড়ে তুলে সামরিক সংগঠক হিসাবে তিনি সাফল্য অর্জন করেন। মেগাস্থিনিসের বৃত্তান্ত থেকে পাটলিপুত্র নগরীর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় তিনি ছিলেন সৌন্দর্যপিপাসু ও শিল্পকলার অনুরাগী। তাঁর শেষ জীবন ও স্বেচ্ছামৃত্যু তাঁর চরিত্রের এক অনন্যসাধারণ দিকের ইঙ্গিত দেয়।

Scanned with CamScanner